মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-১৬

মেহেরপুর পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
আসামিদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৬ জন আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ৭ ও জিআর মামলায় ৩ জন।
গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে আজ বুধবার (১০ মে) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক ইউনিট একাধিক অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন।
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ ৭ জন, মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ৫ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বুধবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছে।

মুজিবনগর থানা পুলিশের মাদক বিরোধী র্যালী ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মাদককে না বলি ” মাদকমুক্ত মুজিবনগর গড়ি এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগর থানা পুলিশের আয়োজনে মাদকবিরোধী র্যালী ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে মুজিবনগরের প্রাণকেন্দ্র কেদারগঞ্জ বাজারে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদীর রাসেলের নেতৃত্বে একটি র্যালী বের হয়ে বাজারের সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয় ।

এসময় মাদক বিরোধী র্যালীতে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানার এস

আই উত্তম, এস আই হেকমত, এস আই বিপ্লব কুমার হালদার, এস আই সজিবুর রহমান এবং বাগোয়ান ইউপি সদস্য বাবুল মল্লিক , মোনাখালী ইউপি সদস্য ডালিম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ সভাপতি মতিউর রহমান মতিন, যুবনেতা হাসানুজ্জামান লালটু,সহ মুজিবনগর থানা পুলিশ ও বাজারের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমান আদালতে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ২২ হাজার টাকা জরিমানা

মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রেখে বিক্রয় করা ও মূল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা এবং রঙ মেশানো সাদা চালকে লাল চাল বলে বিক্রয়ের অপরাধে দুটি প্রতিষ্ঠাণকে ২২ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ আজ মঙ্গলবার দুপুৃরে সদর উপজেলার চাঁদবিল ও আমঝুপি বাজার এলাকার দুটি প্রেতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালান।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, সদর উপজেলার চাদবিলে মেসার্স আনারুল স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রেখে বিক্রয় করা ও মূল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৫১ ধারায় ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া অপর প্রতিষ্ঠান আমঝুপি বাজার এলাকার মেসার্স আলমিজ ট্রেডার্সকে চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও রঙ মেশানো সাদা চালকে লাল চাল বলে বিক্রয়ের অপরাধে ৩৮ ও ৪৫ ধারায় ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক, সদর উপজেলা

https://causelist.judiciary.gov.bd/

মেহেরপুরের সকল বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং আদালতের সহায়ক কর্মচারীবৃন্দ। এটুআই জুডিসিয়ারি টিমের পক্ষ থেকে ব্যবহারিক সেশন পরিচালনা করেন মোঃ মাহবুব সোবহানী। আটুআই জুডিসিয়ারি টিমের পক্ষ থেকে এই কার্যক্রমে স্বতস্ফুর্ত অংশ গ্রহনের জন্য অতিরিক্ত জেলা জজ ফারজানা খান মেহেরপুর বিচার বিভাগের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং স্মার্ট বিচার বিভাগের পথে মেহেরপুরের এই যাত্রায় আটুআই এর পক্ষ থেকে সর্বাত্তক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো শহিদুল্লাহ মেহেরপুর জেলায় অনলাইন কজলিস্ট পরিচালনার কার্যক্রম উদ্বোধন ঘোষনা করেন এবং সমাপনি বক্তব্য প্রদান করেন।

সমাপনি বক্তব্যে তিনি মেহেরপুরের সকল বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং কর্মচারিদের প্রতিদিনের মামলার হালনাগাদ তথ্য অনলাইনে ইনপুট দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এটুআই প্রোগ্রাম কর্তৃক এমন যুগান্তকারী একটি উদ্যোগ গ্রহন করায় তিনি সরকার এবং এ টুআই জুডিসিয়ারি টিমকে ধন্যবাদ জানান। স্মার্ট জুডিসিয়ারি বিনির্মানে মেহেরপুর বিচার বিভাগ তার সর্বোচ্চটি দিয়ে কাজ করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ভার্চুয়াল

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিনিয়ার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ।

ঝিনাইদহে স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহে এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণের মামলার দুটি ধারায় এক যুবকের যাবজ্জীবন ও ১৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (৯ মে) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ঝিনাইদহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মিজানুর রহমান এ দণ্ডাদেশ দেন।

দণ্ডাদেশে তিনি উল্লেখ করেন, হরিণাকুন্ডু উপজেলার এক ছাত্রীকে অপহরণ ও ধর্ষণের ঘটনা প্রমাণ হওয়ায় ধর্ষক আমিরুল ইসলামকে (৩৩) এ দণ্ডাদেশ প্রদান করেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে তিন লাখ টাকা জরিমানাও করা হয়।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০০৮ সালের ১৫ মে হরিণাকুন্ডু উপজেলার সপ্তম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ করে নিয়ে যায় ভায়না গ্রামের আমিরুল ইসলাম। সে দুদিন মেয়েটিকে ঝিনাইদহ শহর ও হরিণাকুন্ডুর সাতব্রিজ এলাকায় আটকে রেখে ধর্ষণ করে। পরে ১৭ মে ঝিনাইদহ শহরের কলাহাট এলাকায় তাকে ফেলে পালিয়ে যান আমিরুল ইসলাম।

এ ঘটনায় ২৯ মে ভিকটিমের মা বাদী হয়ে হরিণাকুন্ডু থানায় আমিরুলকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শেষে ওই বছরের ২৯ জুলাই আমিরুলকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। দীর্ঘদিন বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত ধর্ষণের দায়ে আমিরুলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানা এবং অপহরণের দায়ে ১৪ বছরের কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানা করেন।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ৫ নারীসহ ৯ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানাভূক্ত ৫ নারীসহ ৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সোমবার দিবাগত রাত ব্যাপি আজ মঙ্গলবার ভোররাত পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে থানা পুলিশের পৃথক টিম একাধিক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের আমির আলীর স্ত্রী আয়েশা খাতুন মামলা নং সিআর ৩৫৯/২২, ওসমান আলীর স্ত্রী সানোয়ারা খাতুন, মামলা নং সিআর ৩৫৯/২২, মোবারক হোসেনের স্ত্রী সেলিনা খাতুন, মামলা নং সিআর ৩৭২/২২, বাবুল শাহ’র স্ত্রী পারুল

খাতুন মামলা নং সিআর ৩৫৯/২২, সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী সাবানা খাতুন মামলা নং সিআর ৩৭৩/২২, গাংনী থানার নিয়মিত মামলা নং ১১, তারিখ ০৮/০৫/২৩, ধারা ৪৩৬ পিসি এর আসামি নওদাপাড়া গ্রামের রিয়াজতুল্লাহর ছেলে রোজিফোর ও তার ছেলে হৃদয় হোসেন, সিআর মামলা নং ২১৮/২০২২ এর আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি গাংনী পৌর সভার শিশিরপাড়া গ্রামের রহমতুল্লাহ খাঁ এবং মামলা নং সিআর ২২৮/২০২৩ এর আসামি গাঁড়াডোব গ্রামের লালু’র ছেলে জনি হোসেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গোপন সুত্রে খবর পেয়ে গাংনী থানার একাধিক টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে এইসব আসামি গ্রেফতার করেন।

আসামিদের আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৪, হেরোইন উদ্ধার

মুজিবনগরে হেরোইন বিক্রেতাসহ বিভিন্ন মামলার ৪ আসামি গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের হযরত আলীর ছেলে বিপ্লব হোসেন, আব্দুস সালামের স্ত্রী ইরানি সুলতানা, তাদের নামে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলা নং ২২৯/২৩, আনন্দবাস গ্রামের মোশাররফ হোসেনের ছেলে সলিম উদ্দীন , মামলা নং জিআর ২০/২৩ ইং। এছাড়া ২ গ্রাম হেরোইনসহ আনন্দবাস গ্রামের আরজুল্লাহর ছেলে জুলফিকার মল্লিক।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদে আনন্দবাস গ্রামে অভিযান ২ গ্রাম হেরোইনসহ জুলফিকার মল্লিককে আটক করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশের পৃথক

টিম একই গ্রামে অভিযান চালিয়ে জিআর ও সি আর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামি গ্রেফতার করে।

আটক জুলফিকার মল্লিকের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ৫ দালালকে ৫ দিনের কারাদন্ড

সরকারি হাসপাতালে আগত সাধারণ রোগীদের ভুল বুঝিয়ে বেসরকারি ডায়াগনোস্ট্রিক সেন্টারে নিয়ে যাওয়া ও জনদূর্ভোগ সৃষ্টির অপরাধে ৩ নারীসহ ৫ জন দালালকে ৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুন।

আজ মঙ্গলবার (৯ মে) দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল চত্ত্বরে সদর থানার পুলিশের সহযোগীতায় অভিযান চালিয়ে এসব দালালকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালত।

দন্ডিতরা হলেন, মেহেরপুর জেলা শহরের গোরস্থানপাড়া এলাকার মো: মিন্টু আলীর স্ত্রী খাজুরা খাতুন(৩৫), সদর উপজেলার বাঁড়িবাকা গ্রামের ইজারুল ইসলামের স্ত্রী সুমি খাতুন (৩২), যাদবপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে জামাল উদ্দীন (৩২), দিঘিরপাড়া গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে সোহাগ হোসেন (৩২) ও দিঘিরপাড়া গ্রামের আলাউদ্দীনের মেয়ে জেসমিন খাতুন (৩৩)।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুন বলেন, দন্ডিতরা দীর্ঘদিন যাবৎ হাসপাতালে আসা গ্রামের রোগীদের ভুল বুঝিয়ে সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত করে বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে ও ডায়াগনোস্ট্রিক সেন্টারে নিয়ে গিয়ে কমিশন বাণিজ্য করে থাকেন। এতে রোগীদের সময়, অর্থ ও স্বাস্থের হানি ঘটে। এদের বারবার শতর্ক করার পরেও প্রতিনিয়ত এই অনৈতিক কাজ করে থাকেন। আজ মঙ্গলবার তাদের আটক করে দন্ড বিধি ১৮৬০ এর ২৯১ ধারায় প্রত্যেককে ৫ দিন করে

বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), সাইফুল ইসলাম, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলমসহ পুলিশের একটি টিম ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগীতা করেন।

উল্লেখ্য, দন্ডিতদের এর আগেও বেশ কয়েকবার আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতে নিয়ে জেল ও জরিমানা করা হয়েছে। তাদের বিভিন্নভাবে শতর্ক করা হয়েছে। তারপরেও তারা একই কাজ বার বার করেন।

আরাভ খানের ১০ বছরের কারাদণ্ড

দুবাইয়ের আলোচিত সোনা ব্যবসায়ী আরাভ খান ওরফে রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে দায়ের করা মামলায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাকে।

মঙ্গলবার (৯ মে) ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ ও মেট্রো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১৪ এর বিচারক মুর্শিদ আহাম্মদের আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।

এর আগে রোববার (৭ মে) ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মুর্শিদ আহাম্মদ রাষ্ট্র ও আসামি পক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শেষে রায় ঘোষণার জন্য আজ মঙ্গলবার (৯ মে) দিন ধার্য করে। এ মামলায় ২০ জনের মধ্যে ১০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২৮ জানুয়ারি আরাভ খান তার শ্বশুর সেকেন্দার আলীকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে টাকা আদায় করতে শ্বশুরের মগবাজারের বাসায় যান। এ সময় একটি গুলি ভর্তি রিভলবারসহ শ্বশুরের বাসার সামনে থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ ঘটনায় আরাভের বিরুদ্ধে রমনা মডেল থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করেন ডিবি পশ্চিমের গাড়ি চুরি প্রতিরোধ ও উদ্ধার টিমের তৎকালীন উপ-পরিদর্শক সুজন কুমার কুন্ডু।

আসামি রবিউল ইসলাম আপনের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় ২০১৫ সালের ১ মার্চ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির উপ-পরিদর্শক শেখ হাসান মুহাম্মদ মোস্তফা সারোয়ার। একই বছরের ১০ মে আদালত রবিউলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দেন।

এ মামলায় ২০১৮ সালের ১৪ মার্চ জামিন পান রবিউল। এরপর জামিনে গিয়ে পলাতক থাকায় ২০১৮ সালের ২৪ অক্টোবর তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।

সূত্র: ইত্তেফাক

মুজিবনগরে মাদক বিরোধী অভিযানে ৩ জন আটক

মুজিবনগরে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ মাদকসেবীকে আটক করেছে থানা পুলিশ।

আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের বাসাদ আলীর ছেলে সবুজ (২৭), মোনাখালি গ্রামের মৃত আজিজুল ফকিরের ছেলে ফারুক হোসেন (২৫) ও ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে লাল চাঁদ (৪২)।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) উত্তম কুমার সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের আটক করেন।

গতকাল সোমবার (৮ মে) দিনের বিভিন্ন সময়ে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের আটকের পরে তাদের হাসপাতালে নিয়ে ডোপ টেস্ট করে মাদকাসক্ত হিসেবে চিহিৃত হয়।

পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় মামলা দিয়ে সন্ধ্যার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।